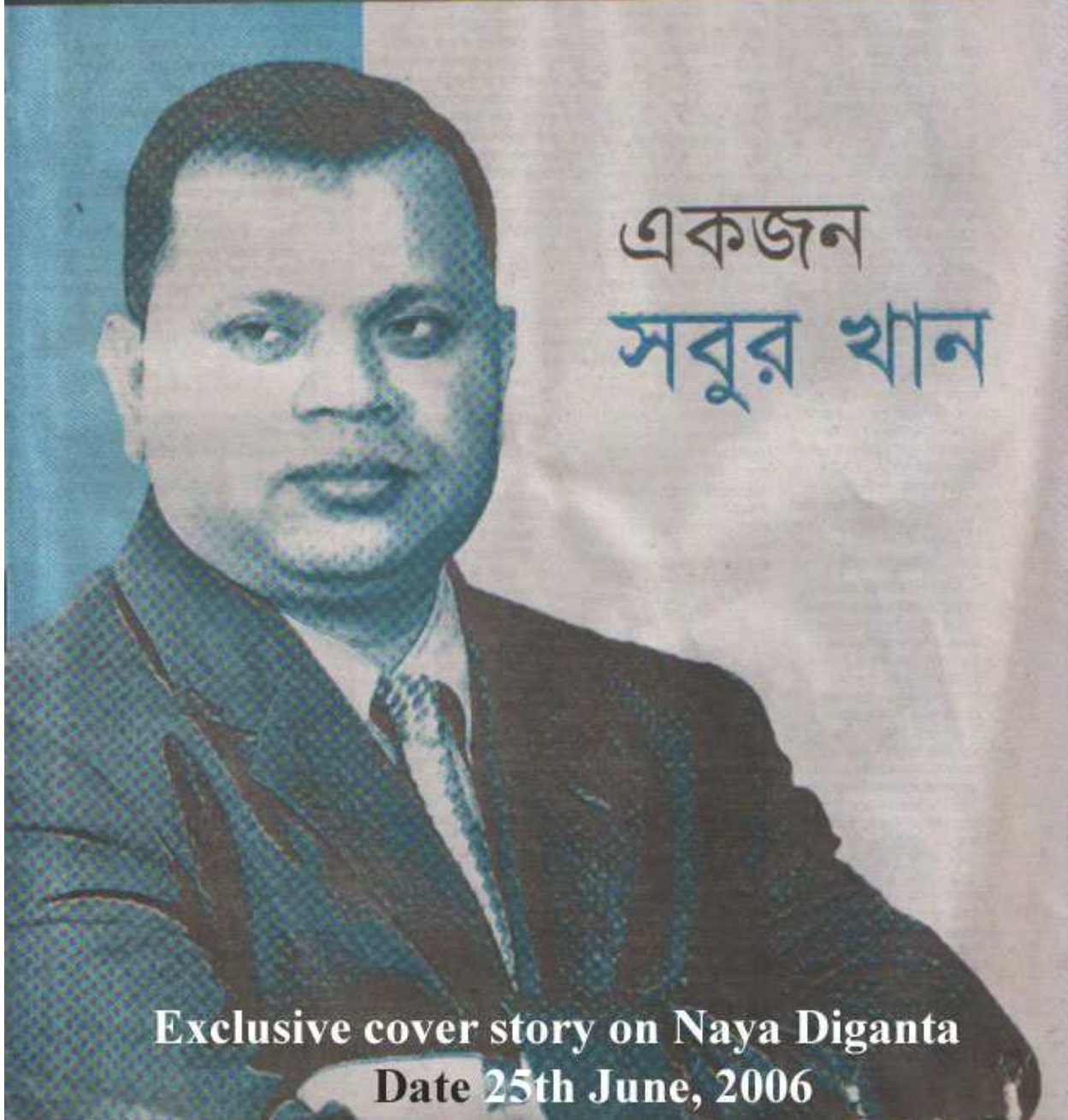


- ▶ বাংলাদেশের মূল মেলা
- ▶ বিক্তি হবে আওয়ামী লীগ
- ▶ শা তুলকানির মনঃ কথা
- ▶ মেটিগাড়ির আগেই ইকিক সিদ্ধান্ত

আবাক

নয়া দিগন্ত | ৭০
সাপ্তাহিক প্রকাশনা

রোববার ২৫ জুন ২০০৬



একজন সবুর খান

**Exclusive cover story on Naya Diganta
Date 25th June, 2006**



ছবি : সুর হোসেন দিপু

একজন সবুর খান

ডেফোডিল গ্রুপের চেয়ারম্যান মো: সবুর খান। পরিকল্পনাবিদ হয়েও ক্যারিয়ার পড়েছেন তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসায়ে। আর এখানেই তিনি সফল। এতটাই সফল যে সফল ব্যবসায়ীদের উপহারণ টানতে গেলে তার নামটা আসবেই। শূন্য থেকে তিনি আজ এ অবস্থানে। ওই মানুষটির সফলতার গল্প শোনাচ্ছেন হিটলার এ. হালিম

ঘিরো থেকে ঘিরো

‘ঘিরো থেকে ঘিরো’ বাঙালী বাংলাদেশী জনজীবনে বহু ঐতিহাসিক একটি কল্পনা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওপা ঘর জনজীবনের ন্যস্ত হয়ে নব্বিন থাকে। অল্প পুঁজি নিয়ে বাসো করে বা ভাড়াতে সংরক্ষিত দিনে দিনে সে ধনী হয়। সবুর খানের অল্পবয়সে এই অল্পবয়সে আসার পেছনেও ওরা একটা ঘটনা আছে।

নব্বই দশকেও এসেছে তথ্যপ্রযুক্তির উদ্বেগজনক বসে থাকা হয়। এই সময়ে সবুর খান কাম্পেন্স জবটি না করে বাসো করেছেন। তিমুদ্দিন গানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে গেছিলেন। মাসের বেতনও সুর খান। নতুন একটা কিছু করার। ব্যবসা হিসেবে তিনি বেছে নিলেন তথ্যপ্রযুক্তি। এর কাজে হিসেবে তিনি কাম্পেন্স, আমি সব সময় সময়ের সাথে চলতে পক্ষ করি। আরও ভবি এফসি থেকে ১০ বছর পরে কী হবে। মাসের বেতনও আমার মনে হয় আমার বেশে তথ্যপ্রযুক্তির একটা মেয়াদ আসবে। এটাই একদিন হয়ে প্রধান ব্যবসা। ১৯৯০ সালের শুরুতে ‘১০১/৭’ ফর্মেটেটো একটা কম জমা দিয়ে ২টি কম্পিউটার এবং একজন কর্মচারী নিয়ে সবুর খানের ব্যবসায়িক যাত্রা শুরু। এর পরের পর সবুর খানের মুখ থেকেই শোনা যায়। আমাদের এক কলম তথ্যপ্রযুক্তির এপিএম কাম। শিখ পুঁজি করতে হলে কখন মাত্র ১৯ হাজার টাকা। কিন্তু ব্যবসা শুরু করা যা ছিল খুবই অল্প। যত্নের লক্ষ্যেই ওরা কঠিনে মিল সংগ্রহিকার হাত। শুধুসের কাছে থেকে বাই পেলাম ৪০ হাজার টাকা। এই ৪৯ হাজার টকে সময় করে সেমে পরলান ব্যবসায়। নাম নিয়ে পড়ান পরমাণে। প্রতিষ্ঠানের নাম কী হবে। একদিন চিকিৎসকি ঘটিতে ঘটিতে হঠাৎ চেয়ে শুল্ল ডেফোডিল মুদ্রার নামটা। নামটা বেশ পছন্দ হয়ে। এর আগে উচ্চমাধ্যমিকের পর ছিল ‘ই ডেফোডিলস’ কবিতা। কবিতাটিকে ধরি একটা অনুপ্রাণণ ছিল। বাস, নামটা নিয়ে নিলাম। প্রতিষ্ঠানের নাম নিলাম ডেফোডিল কম্পিউটার। শুরু হলে অল্প সাহায্যে। ব্যবসায় উন্নতি হতে লাগল। পরের বছর নিলাম ১৫০টি পাবলিসি হারিস। ১৯৯২ সালে কম্পিউটারের খুঁচা যন্ত্রাংশ বিক্রি শুরু করি। ১৯৯৩ সালে মিল্লাপুর থেকে আমদানি করা খুঁচা যন্ত্রাংশ অ্যাসেম্বল করে প্রেসে পিসি সংযোগ শুরু করি। ১৯৯৪ সালে কম্পিউটার সুপার স্টোর প্রতিষ্ঠা করলাম। ১৯৯৫ সালে কলম নিলাম শুরু করে গেল। এই বছরই কয়েকটা বিখ্যাত কম্পিউটারের খুঁচা যন্ত্রাংশ উৎসাহনকারী একেটাপি পাই। এরপর থেকে তার আমাকে পেছনে ঘিরে থাকতে হয়নি। একটা ওপা ঘর অফিস নিয়ে বাসো শুরু করি, হাত

**Exclusive cover story on Naya Diganta
Date 25th June, 2006**

পরিবারে নির্দলিন ব্যক্তিতে থাকে। কম সংখ্যে একটি দুটো করে বাড়িয়ে শারীরিকভাবে পুরো স্রেফটাই জন্মা নিয়ে নিই। এর পরে একতরফ, সোতলা এবং সেকেন্দা হান্না নিয়ে অধিক সাংকই। ১৯৯৭ সালে ডেফোডিল কম্পিউটারে 'ডিফিট' কোম্পানিরে স্থাপত্য করি। প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিতে থাকে। অকালম গ্রুপ অফ কোম্পানি করে। ডেফোডিল গ্রুপ অফ কোম্পানিতে অংশগ্রহণ করে। এখন ডেফোডিল গ্রুপের অধীনে রয়েছে ১৮টি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি। ডেফোডিল গ্রুপে বর্তমানে ৩ শতাধিক কর্মচারী ও অসংখ্য কর্মকর্তা।

সবুবে মেওয়া ফলে

নিজের মনোরম সপ্নে মিশ ঘাসের 'সবুবে মেওয়া ফলে' জন্মটি বিশ্বাস করেন সবুবে খান। সূনা থেকে শুরু করে অত্যাশ চৈত্রা মাসের শেষে হলে অর্থাৎ তাকে বৈশিষ্ট্য হতে হবে- এ কথা মনে রাখি। সবুবে খানের জীবনের গল্প পড়লে মনে হবে তিনি 'সিঁকের আধার' তিনি নিজে কাঁ হলেও 'একজন মানুষকে সফল হতে হলে সবার আগে তাকে সফল মিক রেখে পরিকল্পনা করতে হবে' বাস্তব সাং থেকে গঠিত সপ্নে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। অত্যাশ মাসের সেকেন্দা পরিষ্কৃত সেকেন্দা করা যাবে। এ গ্রন্থে তিনি তার জীবনের একটি উপস্থাপনা করেন। উপস্থাপনা প্রকরণ- ১৯৯৯ সালের দিকে তার বাসগাঠি সবে জন্মে উঠতে শুরু করেছে। ব্যক্তিক জামেয়ে কিছু সিঁকা। একদিন জাপানের একটি ব্যাংক থেকে ১০ লাখ টাকা বুকে নেবার আশঙ্কায় এসেছেন কর্মনি চারদিন থেকে লক্ষ্যের দিকে উঠিয়ে এসে সব টাকা ফিরাই করতে নিজে গেল। আবার একেবারে সবুবে নেমে আসেন তিনি। তবে সফল হাবননি। মাঝে মাঝে সবে অত্যাশ, সিক্তরে পরিচয় পাওয়া যাবে। তার মাঝে একটাই জিহ্বা- ঠোঁট ধরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তার মনে পড়বে, নিজের দিনের সব সুখি। মনে পড়বে সবুবে করা। সে ৪০ হাজার টাকা তিনি হানের কাছ থেকে শুরু মনে সে টাকা তিনি প্রতিশ্রুতি মোকাবেলা থেকে নিজেই পাবে। তার দুই বিলাস, সবুবে থাকে এবং 'বিশু' করার দা। ১০ লাখ টাকা ফিরাইয়ের কথা জানাই বন্ধুর এগিয়ে এল। সে থেকে শুরু সে সফলতার দিকে হলে কিছু মিল। টাকা উঠল ৪০ লাখ। এই টাকা নিয়ে তিনি অসংখ্য সূনা উল্লসে ব্যবসা শুরু করেন। এ গ্রন্থে সবুবে খান কলসেন, অত্যাশ এই ফিলাইটি আমায় জগ্যকে গড়ে দিয়েছে। ১০ লাখ টাকা ফিরাই হয়েছিল বলাই ৪০ লাখ টাকা একবারে পেয়ে গেলাম। যদিও তা ছিল ধারণে ৪০ লাখ টাকা একবারে বিক্রয় করে তিনি সব সময় একটি কথা মনে রাখি, যা হলো- কাজের কোনো প্রতিশ্রুতি নিলে তা অব্যাহতার পালন করা। আমি গ্রন্থে খেতে টাকটা উল্লসে- সেরে দিয়ে



সবুবে খানের পরিবার

ফিরে আসার বলাই আবার সবুবে খানের আশঙ্কায় বাস নিয়েছিল। হাতে বা অধিক প্রতিষ্ঠানের কেয়ারও অর্থাৎ এই নিয়ম মেনে চলতি। ৪৫ মিলে আমি উল্লসে তা সেরে দিয়েছি। এখন আমি সহজেই সপ্ন পেয়েছি। আমি সফলতাশি নই। আমি অত্যাশের নিয়ন্ত্রণের নিই। তবে একটি কথা আমার সব সময় মনে পড়ে- ১০ লাখ টাকা ফিরাইয়ের কথা। ফিরাই না হলে আমার সফলতা আসবে না। হাতে হাতে তিনি কলসেন, ফিরাই-টাকটা সব সময় ধারণা কর।

জন্ম নয়, কর্মই আসল

১৯৬৫ সালের ২০ জানুয়ারি। টাঙ্গুর জেলার সবার খানার জন্মসময়ই গ্রামের আশ্রিতঃ মুখির জল সেসময়ে। মন কেঁদে মনুষ্য জন্মে মনুষ্যের মতোতে দেখতে। খনিম আসে ৪৫ মাসের ছেলেরি। বাবা ও মায়ের মতো জন্ম নম রাখলেন 'সবুবে'। সেই মেটা সবুবে বড় হলে তার নামেরে শেষে কাঁচের পদবি যুক্ত হয়ে পুরো নাম শেঁকুর মোঃ সবুবে খান। খনিমায়িতঃ পরে আরে ছিল সেসের জন্ম হয়েছে। জন্মের দিন মেটা সবুবে খান জাপান আশ্রিতঃ করে অনুস্থিতেন, এখনে ডেফোডিল অংশগ্রহণ করেছিলেন তার সফলতা দিয়ে। বেলাস অংশগ্রহণেরে করে তিনি 'বাইথার' তুলে। সবুবে খানের পিতা মোঃ ইউকুল খান ছিলেন বিজ্ঞানীর কর্মকর্তা। তারই থেকে অংশগ্রহণ নিয়ে তিনি বাকসে শুরু করেন। খানার বাবামটির হার করে সবুবে খানের মরণ্য। মা বাকসে অংশ গ্রহণে সবার সামলেছেন। সেসে-

বেয়েনের মনুষ্য করেছেন। সবুবে খানের ৫ ছবি-বোন। এর মধ্যে বোন ৩ জন। সবুবে বিবাহিত। তাইসের মধ্যে সবুবে খান বড়, মেয়ে তই আকতার হোসেন খান কম্পিউটার ব্যবসায়ী। বর্তমানে তারকে আগলোখাওয়ারে বিশিষ্টঃ কম্পিউটার শিল্পী সম্ভারন সম্পাদক। সেরে তই খোরশেদ আলম খানও কম্পিউটার ব্যবসায়ী। মেটা তই জামের ইকবাল খান টাঙ্গুরে ব্যবসা করেন। বর্তমানেরে ৫ সন্তানেরে জন্মক সবুবে খান। ১৯৯২ সালে তিনি বিবাহহলে অংশ গ্রহণে হানের সপ্নে। তারের বড় সন্তান শামিম খান ফলসিঁকারে জন্মি শ্রেণীতে পরে। দ্বিতীয় করিহা খান একটি খুলে গ্রন্থে শ্রেণীতে পরে। মেটা অধিক জায়গারে খান অইএসহাতে শ্রেণীতে পরে। সবুবে খানের সফলতাই শাহসে খান পুরোমন্ত্র পুঁছী মন। সবার সামনে সে সমস্ট্রিক পান তা বার কলমে ডেফোডিল গ্রন্থের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেখান করে।

শেখাপড়া করে যে...

সবুবে খান মেটাশে মেটেই পড়লেখাও জানা ছিলেন। এ জন্ম উল্লসিতঃ নিতে তারকে মেটাতে পেয়ে পেতে হুশি। তিনি গ্রামের খুল থেকে গ্রামিক পেশ করে তরিত হন সবুবেই উঠে বিলাসে। সেসে থেকে ১৯৮১ সালে মাসমিক, ১৯৮৩ সালে উল্লসিতঃ পান করেন। জামেশীকন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ে তরিত পরীক্ষা নিয়ে হার্টের সুখে পান অর্থনৈতিক ও পরিকল্পনায়। বৃষ্টি পরেবারে তরিত হন পরিকল্পনায়। ১৯৮৮ সালে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপরই শুরু হলে তার ব্যবসা নিয়ে জিহ্বা-তপনা। একেবারে মেটাশে সবুবে খান ষ্ট্র শেখলেন বড় হয়ে শাইফট হলে। কিন্তু উল্লসিতঃ এসে ষ্ট্র তার বর্তমান পাশ্চাতঃ সেখানে তার করে ব্যবসা। এই সময়ে বাকসের শেখারঃ পেয়ে জামেশীকন্দর তার মাঝে তুলে যা। এছাড়া পিতার ব্যবসা মেটে মেটে মেটা অধিকারঃ হো জিহ্বা। এ সময় অংশগ্রহণ সবুবে খানের মাঝে আরেতে বিবাহও তুলে যা। এই মেটা জন্ম সবুবে খানের মূখ থেকেই তা শেখা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরে সবুবে খানের মন ব্যবসা মনে করে না পারি রাখলে কাঁ হবে। একটি বিলাস হো মেটে টিক করে রাখতে হলে বিলাসই ছিল পড়লেখার জন্ম সেসের বাইরে মনে যা। অংশগ্রহণ বিশিষ্টঃ নিয়ে তরিততে তুলে হান। অংশগ্রহণ হওয়ারে এলটা মূখ থাকে মনের হেতক ছিল। কিন্তু সবার আগে ছিল হাবনা। পরে হাবনাটকেই মেটে নিয়মে সবুবে খান। আর এর পরেরে ষ্ট্র হো সবার জন্ম।

একনজরে ডেফোডিল গ্রুপ

ডেফোডিল কম্পিউটার সি., কম্পিউটার ট্রেনিং সি., ডেফোডিল সফটওয়্যার সি., ডেফোডিল ইনসিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি (ডিআইআইটি), ডেফোডিল ওয়েব অ্যান্ড ই-কমার্স সি., ডেফোডিল অনলাইন সি., ডেফোডিল মাস্টার্সিডি সি., ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ই-সিকিউরিটি সি., ক্রিয়েটিভ ইন্টারন্যাশনাল, ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ, ডিআইআইটি-ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি উই., বালোচশে বিল্ড ডেভেলপমেন্ট ইনসিটিউট, বাবুরগাট ফিলাই টেস্টন (টামপুর), কারিগার ডেভেলপমেন্ট ইনসিটিউট, সাইবার শপ 'ডিজিটাস', ডেফোডিল টেকনোলজিকস এন্ড ডেফোডিল গ্রামীণ অফিস সি., ডেফোডিলের সব পণ্য এবং মজিষ্টান প্রতিষ্ঠিত এবং সারা দেশের মানুষের কাছে পরিচিত। তবে বেশ পরিচিত গ্রন্থে কম্পিউটার ডেফোডিলনিসি, ডিআইআইটি, ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ডেফোডিল অনলাইন ইত্যাদি।



ডেফোডিল গ্রুপের কার্যালয়

Exclusive cover story on Naya Diganta
Date 25th June, 2006